ফেরা

যেখানে মেদিনীপুর ঢালু হয়ে নেমে আছে কাঁসাইয়ের বুকে
মোরাম - মেদুর মাঠ মোলায়েম হয়ে আসে গোধূলি - আলোতে
চরে ধানকাটা খেত - সর্ষেফুল - কাদাখোঁচা - শীতের আনাজ
তোমাকে ফিরতে হবে একদিন এইখানে - এই কথা জেনো
মাধুকরী শেষ করে গ্রাম থেকে বার হয়ে আসে ওই হাতি ও মাহুত
এত ধান হয়েছে যে গৃহস্থ দুমুঠো দিতে পারে অতিথি পশুকে।

কত যুদ্ধ জয় - পরাজয় পার হলে; তবু বুঝতে পারনি
শস্য না ফলাতে পারলে সব মাটি - গোলাঘর শূন্য পড়ে থাকে।
দেখনি নগরগুলি চিরকাল নতজানু নদীর নিকটে
ওখানে ফিরতে হবে তোমাকেও একদিন এই কথা জেনো।

নারকেলবীথি

একদিন এইখানে পুষ্করিণী ছিল
জলের নিবিড় গল্প - শ্যাওলা - পাতাঝাঁঝি
সরপুঁটি অথবা মৌরলা - এমনকি মাছরাঙা
সব মিলে চিরন্তন জলছবি
তাকে ঘিরে নারকেলবীথি।

আজ বহুতল মাথা উঁচু করে আছে
সজল ছবির গল্প হারিয়ে গিয়েছে
ঝিরিঝিরি নারকেলপাতারা আজও
উনিশ তলার জানালায়
সেদিনের উপকথা বলে।

চিঠি

ঘাসে বসে চিঠি লিখছে দেহাতি লোক
ঘাসের উপর পা মেলেছে বোবা আলো
এদিক ওদিক ফড়িং নাচে চড়াই ওড়ে
খোলা পায়ের জুতো জোড়া ঘাসেই পড়ে।

চিঠির মধ্যে পড়ছে ঢুকে একটা - দুটো
কালের বাঁশি, গাড়ির আওয়াজ, ঘাসের কুটো
থেকে থেকে ঘাসের গোড়ায় পড়ছে এসে
মাথার ঘাম কি চিঠির থেকে শব্দ খসে।

কনুই ছুঁয়ে গঙ্গামাটি কলিকাতার
মুলুক যে তার সে-ও, আহা রে, গঙ্গাকিনারা,
উবু হয়ে চিঠি লিখছে দেহাতি লোক
চিঠির উপর ঝুঁকে আছে বোবা আলো।

মহুয়াবিতানে

মহুয়াবিতানে বিতানো রাত্রি
পড়ে আছে ঠায় পথের ধারে
লরির ধুলোয় গ্রীষ্মকালীন
বাতাস সেটাকে ঝাপটা মারে।
শুকাল গন্ধ, শুকাল যে রস
ত্রিভুবনভরা কি হাহাকারে
জমকালো - পাতা মহুয়ার ডাল
ভরে গেছে তবু ফলের ভারে।